

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুম ফারজানা

রোলঃ 23090120756

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুম ফারজানা

রোলঃ 23090120756

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুম ফারজানা, আইডিঃ 23090120756 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দান ও সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৌসুম ফারজানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মৌসুম ফারজানা

আইডিঃ 23090120756

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ.....	7
ভূমিকা.....	7
সদকা বা দান.....	8
দরিদ্র ও মিসকিনের মর্যাদা.....	12
ধনীদের পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে.....	15
দরিদ্র-মিসকিনকে ভালোবাসার লাভ.....	16
সদকার প্রকারভেদ.....	18
সদকায়ে জারিয়ার কয়েকটি উদাহরণ:.....	22
সদকায়ে জারিয়ার সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব.....	23
যাকাত ও সদাকার পার্থক্য :.....	24
শব্দগত সংজ্ঞা.....	24
যাকাতুল ফিতর: ইসলামী দৃষ্টিকোণ.....	32
যাকাতুল ফিতরের উপকারিতা.....	33
সদাকা কবুলের শর্ত.....	34
কুরআন ও হাদিসের আলোকে দান ও সদকা গুরুত্ব এবং ফজিলত.....	44
পরিবারের ভরনপোষণ ও সদকা.....	45
পানি পান করানোর ফজিলত.....	49
গোপন সদকা.....	50
সদাকা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়.....	53
দানকারীকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে.....	53
পরকালে সদকার উপকারিতা.....	54
সদকা গুনাহ মাহের কারণ.....	55

উপসংহার	59
---------------	----

সারসংক্ষেপ

দান ও সদকা (ছাদাকা) ইসলামে এক বহুমাত্রিক ইবাদত—এটি কেবল অর্থ ব্যয় নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজ দুইকেই নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করে। এই থিসিসে কুরআনকে রেফারেন্স করে এবং নবি করীম (ছাঃ)-এর হাদীসের আলোকে দান ও সদকার শারীরিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আইনগত গুরুত্ব এবং আখিরাতে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি দান-সদকার শর্ত, উত্তম সময়, প্রভাব ও আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

দান ও সদকা ইসলামের এক অনন্য ইবাদত, যা সমাজকল্যাণ, মানবিকতা, আত্মশুদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম পথ। কুরআন ও হাদীসে দান-সদকার গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম দানকে কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং ঈমানের একটি প্রকাশ, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে।

ইসলামে দান, সদকা, জাকাত, ইনফাক ও খয়রাত কেবল সামাজিক সহমর্মিতার অনুষ্ণ নয়; বরং এগুলো ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিধিবদ্ধ ইবাদত। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে দানের গুরুত্ব এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, সালাত বা নামাজের মতোই দানের বিষয়টি বারবার স্মরণ করানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে সূরা আনফালের ৬০তম আয়াতে বলেছেন ০ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ ۚ

Bangla - Bayaan Foundation

আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা

আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।

(সূরা আনফালঃ৬০)

মানবজীবনে দান একটি প্রাচীন ও সার্বজনীন অনুশীলন। ইসলাম দানকে কেবল সামাজিক দান হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তির পরিশুদ্ধি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও পরকালের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। দান ও সদকার মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর কাছে ঈমান ও দায়বদ্ধতার স্বাক্ষর রেখে যায়।

দান সদকায় অনেক উপকার রয়েছে। দান করার মাধ্যমে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে। দান করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। আবার দান করলে বিপদ আপদও দূর হয়। তাই ইসলাম দান সদকার প্রতি অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহানবী (স.) উম্মতকে বেশি বেশি দান করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। দানে কখনো সম্পদ কমাই না।

রসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘সাদকা করলে কোনও মানুষের সম্পদ কমে না।

(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)।

সদকা বা দান

সাদকাহ বা সদকাহ (আরবি: صدقة, উর্দু: صدقہ, "দানশীলতা", বহুবচন আদাদকৃত صدقات) একটি ইসলামি পরিভাষা। এর মাধ্যমে স্বেচ্ছা দানকে বোঝানো হয়। ইসলাম ধর্মে দান ও সদকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। দান এবং সদকা মূলত একই জিনিস; আরবিতে সদকা এবং বাংলায় দান। সদকার আক্ষরিক অর্থ ন্যায়পরায়ণতা এবং দানকে বোঝায়। পরিভাষায় সদকাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, ‘বিনিময়ে কোনো কিছু না চেয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দেওয়া’। অর্থাৎ সদকা কেবলমাত্র অর্থাৎ টাকা-পয়সা দেওয়া নয়, বরং অন্যকে সহায়তা, ভালো কথা বা উপকারী কাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, তাকে সদকা ধরা হয়।

ধনী-গরিব বানানোর রহস্য :

আল্লাহর বিধান ও মানবসমাজের সাম্যনীতি

হায়াত, মউত এবং রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। মানুষের ধনী-গরিব অবস্থার পিছনে কোনো অযৌক্তিকতা বা পক্ষপাতিত্ব নেই। বরং তা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত এক গভীর মহাজ্ঞান, যাতে রয়েছে মানবসমাজের শৃঙ্খলা, পরীক্ষা, দায়িত্ব ও সহযোগিতার পথনির্দেশ। ধনী বানানো বা গরিব বানানো—সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী এবং প্রতিটি অবস্থার মধ্যে রয়েছে জ্ঞানভিত্তিক উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ
আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিষক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে যা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, সম্যক দ্রষ্টা।

(সূরা শূরাঃ ২৭)

রিযিকে সীমাবদ্ধতা কেন বিধান করা হয়েছে?

মানুষের প্রবৃত্তি এমনই যে—অতিরিক্ত সম্পদ তাকে অহংকারী, সীমালঙ্ঘনকারী এবং অন্যের হক নষ্টকারী করে তোলে। পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখনই একটি শ্রেণি সীমাহীন ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হয়েছে, তখনই দুর্নীতি, শোষণ, দখলদারিত্ব এবং যুদ্ধ-সংঘাত বেড়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা মানবসমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ধন-সম্পদের প্রবাহকে সুষমভাবে বণ্টন করেন।

যদি সবাই ধনী হয়ে যেত, তবে পরস্পরের উপর নির্ভরতা, দয়া, সহযোগিতা ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। আর যদি সবাই গরিব হয়ে যেত, তবে উন্নতি, সভ্যতা, গবেষণা—কিছুই এগোতে পারত না। এ কারণেই আল্লাহ কোনো সমাজে বিভিন্ন অবস্থার মানুষ সৃষ্টি করেন—যাতে একে অপরের প্রয়োজন পূরণ হয়, সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগ্রত থাকে।

অতিমাত্রায় সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব

হযরত উমর (রা.) বলেন—

“যে দেশে সম্পদ অতিমাত্রায় প্রাচুর্য হয়, সেখানে আল্লাহ পরীক্ষাস্বরূপ বিপর্যয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং হত্যাকাণ্ডকে বাড়িয়ে দেন।”

মানুষ যখন নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায়, অন্যায়ের সাহস বাড়ে এবং নৈতিকতা কমে যায়। তাই আল্লাহ কাউকে সীমাহীন সম্পদ দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেন না; বরং নিয়ন্ত্রিত রিযিক দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন।

মানুষকে পরীক্ষা করার মাধ্যম—ধন-সম্পদ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“আদমের প্রত্যেক সন্তানকে আল্লাহ পরীক্ষা করেন—কাউকে সম্পদ দিয়ে, কাউকে সীমাবদ্ধতা দিয়ে।”

অর্থাৎ ধনী হওয়াও পরীক্ষা, গরিব হওয়াও পরীক্ষা। ধনীকে দেখা হয়—সে কি দান করে, ন্যায়বিচার করে এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যবহার করে? গরিবকে দেখা হয়—সে কি ধৈর্য ধরে, আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে এবং হালাল উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যায়?

ধনী-গরিব দু’টি শ্রেণির প্রয়োজন কেন?

ধনী শ্রেণির দায়িত্ব—

সমাজকে চালানোর অর্থনৈতিক শক্তি প্রদান

গরিবদের সাহায্য করা

জাকাত, সদকা, ওয়াক্ফের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কার্য পরিচালনা

আর গরিব শ্রেণি—

শ্রম, পরিশ্রম ও উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজকে সচল রাখে

ধনীদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে

ধনীর প্রতি দয়া, সহযোগিতা ও মানবতা জাগ্রত করে।

এই দুই স্তর পরস্পর পরিপূরক। যে সমাজে ধনী নেই, সেখানে নেতৃত্ব নেই; আর যেসব সমাজে গরিব নেই, সেখানে সেবক, শ্রমশক্তি বা বাস্তব উৎপাদন নেই।

সব রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা বেশি দেন, যাকে ইচ্ছা কম দেন। তবে তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন না। রিযিকের ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে, এবং তা তাঁর হুকুমে মানুষের কাছে আসে। কেউ যদি কম রিযিক পায়, তার জন্য এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই—বরং তা তার জন্য কল্যাণময় হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি সামান্য রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাকে বরকতময় জীবন দান করেন।”

ধন-সম্পদই আসল মর্যাদা নয়। প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে তাকওয়া, সততা এবং আল্লাহর প্রতি আস্তা।

ধনী-গরিব সৃষ্টি আল্লাহর এক বিশেষ হিকমত। এতে রয়েছে—

সমাজের ভারসাম্য

পরস্পরের প্রয়োজন

ন্যায়বিচার ও কল্যাণ

মানুষকে পরীক্ষা করা

মিল-মোহাব্বত বৃদ্ধি

এ কারণে আমাদের কারো অবস্থাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ধনী কৃতজ্ঞ থাকবে, গরিব ধৈর্য ধরবে—এটাই আল্লাহর বিধান এবং মানবসমাজের কল্যাণ।

দরিদ্র ও মিসকিনের মর্যাদা

ইসলাম দরিদ্রতা এবং অভাব-অনটনকে কখনোই লজ্জা বা কষ্টের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না; বরং তা মানব জীবনের স্বাভাবিক ও পরীক্ষামূলক অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করে। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার সম্পদ, আভিজাত্য, সামাজিক অবস্থান বা বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়; বরং তার ঈমান, তাকওয়া, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার ওপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে এমন সরলতা অবলম্বন করেছিলেন, যা বিশ্বের কোনো প্রকার বস্তুবাদী মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়তম নবীকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, রাজকীয় বৈভব, অটল ভান্ডার দিতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি; বরং তিনি দারিদ্র্যের মাঝে থেকেও আল্লাহর নৈকট্য লাভকে অধিকতর মূল্যবান মনে করেছেন। একদিকে রাজকীয় সাম্রাজ্য থেকে দূরে থেকেছেন; অন্যদিকে মিসকিন, গরিব-দুঃখীদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা পোষণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্যকে তাঁর জীবনের এক অনন্য সৌন্দর্য হিসেবে বর্ণনা করতেন। তিনি তাঁর প্রভুর কাছে দোয়া করতেন—

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ أَحْنِنِي مِسْكِينًا وَأَمْنِنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي رُمَّةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِي الْمَسَاكِينَ وَفَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. ۝

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (দু’আ করে) বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র থাকাবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কিয়ামাত দিবসে দরিদ্রদের দলভুক্ত করে হাশর করো। (একথা শুনে) আইশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বললেনঃ হে আইশা! তারা তো তাদের সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আইশা! তুমি যাক্ষকারী দরিদ্রকে ফিরিয়ে দিও না। যদি দেয়ার মতো কিছু তোমার নিকট না থাকে, তাহলে একটি

খেজুরের টুকরা হলেও তাকে দিও। হে আইশা! তুমি দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার সান্নিধ্যে রাখবে। তাহলে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন।

সহীহ্ , ইবনু মা-জাহ (৪১২৬)।

ফুটনোট: আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৫২

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এই দোয়া প্রকাশ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্যকে কোনো দুর্বলতা নয়; বরং আত্মমর্যাদা, বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও ইবাদতের জন্য অনুকূল পরিবেশ হিসেবে দেখেছেন।

দারিদ্র্যের গৌরবময় দিক

যদি দারিদ্র্যকে মানুষ আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার সোপান হিসেবে গ্রহণ করে, এবং ধৈর্য, নৈতিকতা বজায় রাখে—তবে তা তার জন্য এমন এক সম্পদ হয়ে ওঠে, যা ধনবানদের কোনো ধন-ভান্ডারেও পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ বলেন—
“দারিদ্র্য আমার গর্ব।”

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ নবী, ওলী, আলেম ও সত্যনিষ্ঠ মানুষই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বস্তুগত দিক থেকে তারা স্বচ্ছল না হলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে ছিলেন পরিপূর্ণ। তাঁদের হৃদয় ছিল শোক-দুঃখমুক্ত, অহংকারমুক্ত এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত।

দারিদ্র্যকে অবজ্ঞা নয়—সম্মান

দরিদ্রকে কখনো তুচ্ছ করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“তুমি গরিবদের তাড়িয়ে দিও না।”

কারণ তাদের দোয়া দ্রুত কবুল হয়, তাদের হৃদয় ভঙ্গুর হলেও ঈমান দৃঢ় হয়।

রাসূল ﷺ-এর চারপাশে যে মানুষগুলো জড়ো হতেন—তারা অধিকাংশই দরিদ্র, মজলুম, নিপীড়িত শ্রেণির মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকেই নবীর সাহচর্যের উপযুক্ত মনে করেছেন।

হাদীসের আলোকে মিসকিনদের মর্যাদা

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ". َ

‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্রলোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগ অধিবাসী নারী।’

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৪১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এর কারণ—

ধনীদের হিসাব কঠিন হবে

সম্পদ মানুষকে ভুল পথে নিক্ষেপ করতে পারে

দরিদ্ররা দুনিয়ার ব্যস্ততা কম হওয়ায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে সহজ হয় তাদের হৃদয় হয় অধিকতর নম্র, আল্লাহনির্ভর এবং দোয়া কবুলযোগ্য।

ইসলাম দারিদ্র্যকে অপমান নয়—বরং এক সম্মানজনক অবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছে, যদি মানুষ ধৈর্য, মর্যাদা, তাকওয়া ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা বজায় রাখে।

ধনী হওয়া কিংবা গরিব হওয়া—এ দুটোই পরীক্ষা। ধনী যদি কৃতজ্ঞ হয় এবং দান করে—সে সফল। গরিব যদি ধৈর্যধারণ করে, দোয়ার ওপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে—তাও সফল।

দারিদ্র্য সাহস, আধ্যাত্মিকতা ও ধৈর্যের প্রতীক—আর এই জন্যই ইসলাম দরিদ্র ও মিসকিনদের মর্যাদাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ধনীদের পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে

হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، نَصْفَ يَوْمٍ»
—رواه الترمذي

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যা দুনিয়ার হিসেবে অর্ধদিনের সমান।”

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন— ধনীদের সম্পদের হিসাব কেয়ামতের ময়দানে দীর্ঘ সময় ধরে নেওয়া হবে। কারণ তাদের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে:

- কোথা থেকে অর্জন করলে?
- কিভাবে ব্যয় করলে?
- কার কার হক আদায় করলে?

অপরদিকে দরিদ্রদের হাতে হিসাব কম। তারা সম্পদ সঞ্চয় করেনি, কারো হক নষ্ট করেনি, জাকাত বা সাদাকা না দেওয়ার অপরাধ তাদের নেই। ফলে তাদের হিসাব হবে সহজ, দ্রুত।

এজন্যই তারা ধনীদের তুলনায় পাঁচশো বছর আগে জান্নাতের দরজায় প্রবেশ করবে। এতে তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্য স্পষ্ট হয়েছে।

রাসূল ﷺ দরিদ্র সাহাবীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন— “তোমরা পৃথিবীতে যতো বঞ্চনা সহ্য করছ, আল্লাহ তা কেয়ামতের দিনে পুরস্কার দিয়ে পূরণ করে দেবেন।”

রেফারেন্স : দান সদকা ও সদকায়ে জারিয়া বই

দরিদ্র-মিসকিনকে ভালোবাসার লাভ

ইসলামে দরিদ্র-মিসকিনদের জন্য বিশেষ মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রতি দয়া, সাহায্য, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। রাসূল ﷺ ভিক্ষুক বা অভাবীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। হাতের কাছে কিছু না থাকলে ভালো কথা, দোয়া কিংবা সান্ত্বনা দিতেন। আর্থিক সাহায্য হলে উত্তম, না হলে অন্তত নৈতিক সহায়তাই হোক।

একটি হাদিসে এসেছে—

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَحَبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي رُمَّةِ الْمَسَاكِينِ " .

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ

তোমরা মিসকীনদের মহব্বত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার দুআ’য় বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্তীর্ণ করো ”। [৩৪৫৮]

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ

ফুটনোট: [৩৪৫৮] হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৩০৮, ইরওয়া ৮৬১।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১২৬

হাদিসের মান: সহীহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আলেমরা বলেন— ইসলামের শিক্ষা হলো সমাজের উপেক্ষিত, অসহায়, দরিদ্র মানুষকে সম্মান দেওয়া, তাদের কষ্টে পাশে দাঁড়ানো। সামান্য একটি দান, একটি হাসি, একটি সান্ত্বনার বাক্যও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

দরিদ্রদের ভালোবাসলে যে লাভগুলো পাওয়া যায়:

১. আল্লাহর কাছে বিশেষ কুরবান

যে ব্যক্তি দরিদ্রদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য সহজ হিসাব রাখবেন।

২. দুআ কবুলের মাধ্যম

দরিদ্র-মিসকিনদের দুআ আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত কবুল করেন। যখন তারা কারো জন্য দোয়া করেন, সেই দোয়া আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বলে বর্ণিত আছে।

৩. অহংকার দূরীভূত হয়

দরিদ্রদের সঙ্গে মেলামেশা মানুষের হৃদয়কে কোমল করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ধনীদের অহংকার কমে যায়।

৪. কিয়ামতে তাদের সঙ্গ পাওয়া যাবে

রাসূল ﷺ দরিদ্রদের ভালোবাসতেন, তাদের সঙ্গে বসতেন, খেতেন। দরিদ্রদের সেবা ও সাহায্যকারীদের কিয়ামতের দিন নবীর নিকটতা লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

৫. রিজিক বৃদ্ধি পায়

হাদিসে এসেছে— “সদকার মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি পায়, বিপদ দূর হয়।” দরিদ্রকে সাহায্য করা রিজিকের বরকত বাড়ায়।

রাসূল ﷺ-এর মহান শিক্ষা

নবী করিম ﷺ সমাজের সবচেয়ে অসহায় শ্রেণির মানুষের প্রতি যেমন দয়া দেখিয়েছেন, তেমনি আমাদেরও শিক্ষা দিয়েছেন— তাদের অধিকার রক্ষা করা, সাহায্য করা, তাদের কষ্টে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তিনি বলতেন:

“যে ব্যক্তি দরিদ্র-মিসকিনদের দেখভাল করে, আল্লাহ তার দেখভাল করবেন।”

অতএব, দরিদ্রদের ভালোবাসা, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সম্মান করা—ইবাদতেরই একটি অংশ। তারা সমাজের বোঝা নয়; বরং তাদের খেদমত করা আমাদের আত্মার ইবাদত ও নেকি অর্জনের সোপান।

সদকার প্রকারভেদ

সদকা মূলত দুই প্রকারে বিভক্ত: সাধারণ সদকা এবং সদকায়ে জারিয়া।

১. সাধারণ সদকা

■ সাধারণ সদকার কয়েকটি উদাহরণ:

- অভাবী ও গরিবকে সাহায্য করা: দারিদ্র্য ও অভাবমুক্তি সাধনের জন্য গরিবদের অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা।

- বিপদগ্রস্তকে সহায়তা করা: যে কেউ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য সমস্যায় পড়েছে, তাকে সাহায্য করা।
- পথহারাকে পথ দেখানো: অসচেতন বা ভুল পথে চলা মানুষের জন্য সঠিক দিশা দেখানো, যেমন ইসলামিক জ্ঞান বা জীবনের নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান।
- অসুস্থের সেবা করা: অসুস্থ ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে দুর্বলদের যত্ন নেওয়া, তাদের চিকিৎসা বা দেখাশোনা করা।
- অন্যায় বা জুলুমের শিকার ব্যক্তিকে সাহায্য করা: যারা অন্যায় বা শোষণের শিকার, তাদের সমর্থন করা, আইনগত বা সামাজিক সহায়তা প্রদান।

সাধারণ সদকা যতই দান করা হোক না কেন তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাব ফেলে। এটি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা এবং মানবিক সংহতি বৃদ্ধি করে।

২. সদকায়ে জারিয়া

সদকায়ে জারিয়া একটি আরবি শব্দ, যা দুটি অংশে বিভক্ত: ‘সদকা’ এবং ‘জারিয়া’। ‘সদকা’ শব্দের অর্থ হলো দান বা সাহায্য প্রদান, আর ‘জারিয়া’ শব্দের অর্থ প্রবাহমান, অব্যাহত বা স্থায়ী। অর্থাৎ, সদকায়ে জারিয়া এমন দান যার সুফল কখনও বন্ধ হয় না, বরং তা অব্যাহত থাকে। এটি এমন একটি দান যা ব্যক্তি মৃত্যুর পরও তার জন্য সওয়াব বয়ে আনে। কোরআন ও হাদিসে সদকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটি শুধুমাত্র দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য নয়, বরং পরকালের জীবনের জন্যও এক অমর সওয়াবের উৎস।

সদকায়ে জারিয়ার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মসজিদ, বিদ্যালয়, অসহায়দের জন্য পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, অসহায়দের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষাসহ যেকোনো স্থায়ী সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প। এই ধরনের দান ব্যক্তি মৃত্যুর পরও তার জন্য বারবার সওয়াব অর্জনের সুযোগ তৈরি করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরও সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে মানুষের উপকারে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিয়ত সওয়াবের ধারাবাহিকতা রাখেন।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ধনী ও বিত্তশালী লোকদের ওপর জাকাত এবং ওশর ফরজ করা হয়েছে। জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণে দেওয়া বাধ্যতামূলক, যা ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিকে শক্তিশালী করে। তবে সদকার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ধনী হোক বা দরিদ্র, সকল মুসলমানের জন্য সদকা দেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত। ফলে এটি সামাজিক সমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ধনী ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা, আর দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য অর্থ, সময় বা শ্রম দিয়ে সদকা প্রদান করতে পারে।

সদকায়ে জারিয়া শুধুমাত্র ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়; এটি সামগ্রিকভাবে সমাজকে উন্নতির দিকে ধাবিত করে। একটি মুসলিম সমাজে যেখানে সদকায়ে জারিয়া প্রচলিত, সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল এবং অন্যান্য মৌলিক সেবার সুবিধা নিশ্চিত হয়। এতে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি, সদকায়ে জারিয়া মানব জীবনের এক অনন্য দিক প্রতিফলিত করে। এটি ব্যক্তি এবং সমাজ দুটোতেই কল্যাণ আনে। দানদাতার জন্য এটি পরকালীন জীবনে শান্তি ও সওয়াবের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণের দিক থেকে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সদকায়ে জারিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা, যাতে দুনিয়ার জীবন শেষ হলেও তার সওয়াবের ধারা কখনও বন্ধ না হয়।

সদকায়ে জারিয়া হলো এমন সদকা যা মৃত্যুর পরও অব্যাহতভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং দাতার জন্য সওয়াব অর্জন হয়। ইসলামে এটি একটি বিশেষ সদকার ধরন, যা দাতা মৃত্যুর পরও লাভবান হয়। এটি মূলত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

সদকায়ে জারিয়া সম্পর্কিত হাদিসঃ

بَابُ مَا يُلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ۝

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " . ُ

পরিচ্ছেদঃ ৩. মানুষের মৃত্যুর পরে যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে

৪০৭৭। ইয়াহইয়া ইবনু আইউব ও কুতায়বা (রাঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়।

১. সাদাকায়ে জারিয়া অথবা

২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা

৩. নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

باب مَا يُلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " . ُ

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) বর্ণনাকারীঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) পুনঃনিরীক্ষণঃ সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২৬/ ওসিয়াত (كتاب الوصية) (Hadithbd)

সদকায়ে জারিয়ার কয়েকটি উদাহরণ:

- শিক্ষা বা জ্ঞান প্রচার এমন একটি কাজ যা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। যেমন: মাদ্রাসা স্থাপন, কোরআন হাফেজদের শিক্ষাদান, ইসলামী বই প্রকাশ ও বিতরণ ইত্যাদি। একজন ব্যক্তি যদি জ্ঞানচর্চা বা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের উপকার করে, তার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। নবী করিম (সা.) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জ্ঞান শিখে তা মানুষকে শিক্ষা দেয়, তা তার জন্য সদকায়ে জারিয়ার মতো কাজ।"

- পানি ও সেচের সুবিধা প্রদান

পানি মানুষের মৌলিক চাহিদা। কেউ যদি পুকুর, কূপ বা পানির ট্যাঙ্ক স্থাপন করে, তখন তার সুবিধা বহু মানুষ পাবে এবং তার জন্য সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব অব্যাহত হবে। নবী করিম (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি পানি সরবরাহের মাধ্যমে অন্যকে উপকার করে, তার জন্য তার মৃত্যুর পরও সওয়াব থাকবে।"

- স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা খাত

হাসপাতাল, ক্লিনিক বা বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হয়। এমন কার্যক্রমও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যারা মৃত্যুর পরও মানুষের উপকারের কাজ করে, আল্লাহ তা তাদের নেকী বৃদ্ধি করেন।

- মসজিদ নির্মাণ ও ইবাদতস্থল

মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান সংরক্ষণ বা ইবাদত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি—এগুলোও সদকায়ে জারিয়ার অন্যতম খাত। একজন ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করলে, সে মৃত্যুর পরও তাদের জন্য মানুষের নামাজ ও ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয়।

- প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ

গাছ লাগানো, পরিবেশ সংরক্ষণ বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ—সবই সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। গাছ থেকে মানুষ অক্সিজেন পায়, ফল ও ছায়া উপভোগ করে, যা দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ।

- কুয়ো খনন করানো: পানির সুবিধা সম্প্রসারণে কুয়ো খনন করা বা পানির সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থা করা।
- গাছ লাগানো: এমন বৃক্ষরোপণ করা যা বহু মানুষের উপকারে আসে, যেমন ফল, ছায়া বা পরিবেশ রক্ষা।
- মসজিদ নির্মাণ করা: পবিত্র স্থানের স্থাপন ও সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য عبادতের সুবিধা তৈরি করা।
- কুরআন দান বা রেখে যাওয়া: কুরআনের কপি বিতরণ করা বা লাইব্রেরিতে রাখা যাতে মানুষ তা পড়ে ও উপকৃত হয়।
- সৎ সন্তান রেখে যাওয়া: এমন সন্তানকে দত্তক বা জন্ম দেওয়া যে দোয়া, নেক কর্ম ও সৎ কাজের মাধ্যমে তার অভিভাবকের জন্য দোয়া করে।

সদকায়ে জারিয়ার সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব

সদকায়ে জারিয়া কেবল ব্যক্তিগত সওয়াবের জন্য নয়, সমাজের কল্যাণেও অবদান রাখে। এটি মানবকে নৈতিক শিক্ষা দেয়, মানুষকে দানশীল করে তোলে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। এটি মৃত ব্যক্তির নামের সঙ্গে কল্যাণমূলক কাজ স্থায়ী করে রাখে। এছাড়া, এটি মানবজাতিকে আল্লাহর পথে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করে।

সদকায়ে জারিয়া দাতাকে এমন ধন-সওয়াব প্রদান করে যা মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। এটি একজন মুসলিমকে অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ দেয়।

দান ও সদকা ইসলামে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে — এটি ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে, সমাজকে নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং আখিরাতের জন্য স্থায়ী সঞ্চয় গড়ে তোলে। কুরআন ও হাদীস যে শিক্ষা দেয় তা আধুনিক সমাজেও কার্যকর: যিনি সৎভাবে দান করবেন, তিনি ব্যক্তিগত তথা সামাজিক কল্যাণ উভয়ই অর্জন করবেন। দান-সদকা কেবল দানের বিষয় নয়; এটি একটি জীবনধারা, যা ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয়দিকেই উপকার করে।

যাকাত ও সদাকার পার্থক্য :

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত

ইসলামে দান-খয়রাতের স্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। দান মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে, অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং সমাজে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করে। তবে দান দু'প্রকার—যাকাত, যা ফরজ এবং বাধ্যতামূলক; এবং সাদাকা, যা নফল ও ঐচ্ছিক। যদিও উভয়ই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, তবুও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ দু'টির মাঝে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

শব্দগত সংজ্ঞা

যাকাত (الزكاة)

আরবিতে “যাকাত” শব্দের অর্থ — বৃদ্ধি, বরকত, পবিত্রতা ও বিকাশ।

ইমাম ইবনু মানযুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ লিসানুল আরাব-এ উল্লেখ করেন—

যাকাত হল এমন ইবাদত যা সম্পদকে পবিত্র করে এবং সম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে।

সাদাকা (الصدقة)

“সাদাকা” শব্দটি এসেছে “আস্-সিদক” (সত্য) থেকে।

এভাবে সাদাকা হচ্ছে দাতার ঈমানের সত্যতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ।

ফাতহুল কাদীর-এ এসেছে—

সাদাকা দাতার ঈমানের সত্যতার দলীল।

শারঈ পারিভাষিক সংজ্ঞা

যাকাত

নির্দিষ্ট সম্পদের ওপর নির্ধারিত হারে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত ব্যক্তিকে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

এটি ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং চূড়ান্তভাবে ফরয।

সাদাকা

অবাধভাবে, স্বেচ্ছায়, যে কোনো পরিমাণ সম্পদ বা উপকার প্রদান করাকে সাদাকা বলা হয়। এটি কোনো বাধ্যতামূলক ইবাদত নয়; বরং নফল ইবাদত।

অনেক সময় যাকাতকেও কুরআনে “সাদাকা” বলা হয়েছে, যেমন—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Bangla - Bayaan Foundation

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো‘আ কর, নিশ্চয় তোমার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা আত তাওবা ১০৩)

যাকাত ও সাদাকার প্রধান পার্থক্যসমূহ

নিম্নে যাকাত ও সাদাকার মধ্যে মৌলিক দশটি পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

১. বাধ্যতামূলকতা বনাম ঐচ্ছিকতা

যাকাত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, তাই এটি ফরজ।

অস্বীকারকারী কাফির; আর ইচ্ছাকৃতভাবে না দেওয়া মারাত্মক গোনাহ।

সাদাকা

সম্পূর্ণ নফল, স্বেচ্ছা দান।

না দিলে কোনো গুনাহ নেই; বরং দিলে অসংখ্য সওয়াব।

২. সম্পদের ধরন

যাকাত

শরীয়ত নির্দিষ্ট সম্পদের ওপর যাকাতকে আবশ্যিক করেছে:

স্বর্ণ-রৌপ্য নগদ অর্থ ব্যবসার পণ্য কৃষিজ ফসল ফল-ফলাদি গবাদিপশু (উট, গরু, ছাগল)
ইত্যাদি

সাদাকা

যে কোনো সম্পদ, এমনকি ভালো কথা বলা, হাসিমাখা মুখ, পথ থেকে কাঁটা সরানোও
সাদাকা।

৩. যাকাতের শর্তাদি

যাকাত আদায়ের জন্য চারটি প্রধান শর্ত:

১. নেসাব পূর্ণ হওয়া

২. বর্ষপূর্তি হওয়া
৩. সম্পূর্ণ মালিকানা থাকা
৪. বৃদ্ধিমান সম্পদ হওয়া

সদাকা

কোনো শর্ত নেই।

যে কোনো সময়, যে কোনো পরিমাণে, যে কোনো সম্পদে।

৪. বণ্টনের নির্ধারিত খাত

যাকাত

কুরআনের নির্ধারিত আটটি খাত ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া জায়েজ নয়—

১. ফকির
২. মিসকীন
৩. আমিল (যাকাত সংগ্রাহক)
৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব
৫. রিকাব (ক্রীতদাস মুক্তি)
৬. ঘারিম (ঋণগ্রস্ত)
৭. ফি সাবিলিল্লাহ
৮. মুসাফির

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ আছে

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

Bangla - Bayaan Foundation

নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার

ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত তাওবাহঃ৬০)

সদাকা

যাকাতগ্রহীতা

ধনী

আত্মীয়

প্রতিবেশী

মসজিদ

সৎকর্ম

সকল ক্ষেত্রে দেওয়া যায়।

৫. মৃত্যুর পর যাকাত আদায়ের বিধান

যাকাত

যার ওপর যাকাত ফরজ ছিল, সে মৃত্যুবরণ করলে—

তার সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা উত্তরাধিকারীদের জন্য আবশ্যিক।

সদাকা

মৃত্যুর পর সদাকা আদায়ের বাধ্যবাধকতা নেই।

৬. যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

হাদিসে যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ শাস্তি এসেছে—

সোনা-রূপার যাকাত না দিলে

সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে মালিকের দেহে দাগ দেয়া হবে।

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْهُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। (সূরা আল ইমরান : ১৮০)

উট-গরু-ছাগলের যাকাত না দিলে

সেসব পশু মালিককে চাপা দেবে, শিং দিয়ে আঘাত করবে, খুর দিয়ে দেবে;
এবং এ শাস্তি চলবে ৫০,০০০ বছরব্যাপী দিনের সমান সময়ে।
(সহীহ মুসলিম ৯৮৭)

সাদাকা

না দিলে শাস্তি নেই, তবে সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে।

৭. কারা গ্রহণ করতে পারে?

যাকাত

ধনীকে দেওয়া জায়েজ নয়।

সুস্থ-সবল উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও এর হকদার নয়।

সাদাকা

ধনী ব্যক্তি চাইলে গ্রহণ করতে পারে।

যে কোনো মানুষকে সাদাকা করা বৈধ।

৮. নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে বিধান

যাকাত

চার মাযহাবের ঐকমত্য—

মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানী-নানা (উর্ধ্বতন আত্মীয়)

সন্তান, নাতি-নাতনি (অধস্তন আত্মীয়)

এদের কাউকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

এদের সবাইকে নফল সাদাকা দেওয়া জায়েজ।

বরং নিকট আত্মীয়কে সাদাকা দেওয়া দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

৯. যাকাত নেওয়া—দানের অধিকার

আল্লাহ তাআলা বলেন— "ধনীদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"

—আয-যারিয়াত : ১৯

অর্থাৎ যাকাত শুধু দয়া নয়; বরং দরিদ্রদের হক।

সাদাকা হলো দাতার করুণা আর উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

১০. পুরস্কার ও প্রতিদান

যাকাত

ফরজ হওয়ায় এর সওয়াব নিশ্চিত।

সম্পদ পবিত্র করে, বরকত আনে, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

সাদাকা

সওয়াব সীমাহীন, আল্লাহ নিজ হাতে বাড়িয়ে দেন।

কিয়ামতের দিনে ছায়া হবে।

বিপদ-আপদ দূর করে, রোগ-ব্যাদি থেকে রক্ষা করে।

যাকাত ইসলামের বাধ্যতামূলক ইবাদত—এটি দ্বীনের অন্যতম স্তম্ভ। অপরদিকে, সাদাকা একটি মহৎ নফল দান—যার মধ্যে রয়েছে অসীম কল্যাণ, দয়া, রহমত ও পুরস্কার। সমাজে দরিদ্রের দুঃখ লাঘব ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত অপরিহার্য; আর সাদাকা মানবিকতা, ভালোবাসা ও ঈমানের সত্যতার প্রতিফলন।

একজন মু'মিনের উচিত—

ফরজ যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা এবং নফল সাদাকা বেশি বেশি করা।

অর্থ, সমাজ ও আত্মা—তিনই পবিত্র হবে।

সদকাতুল ফিতরা

ফিতরা বা ফেতরা (فطرة) : সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও ইসলামী পরিভাষাগত ব্যাখ্যা

ফিতরা বা ফেতরা (فطرة) আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হলো প্রাকৃতিক অবস্থা, স্বভাব, জন্মগত পবিত্রতা। ইসলামের শৈল্পিক-ধর্মীয় পরিভাষায় এটি সাধারণত যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিতর নামে পরিচিত। রমজানের শেষ প্রান্তে এবং ঈদুল ফিতরের আগমুহূর্তে মুসলমানরা যে দান আদায় করে থাকে, সেটিই যাকাতুল ফিতর হিসেবে পরিচিত। এই দানের উদ্দেশ্য হলো রোজা পালনকারী ব্যক্তিকে শুদ্ধ করা, তার রোজার ঘাটতি পূরণ করা এবং সমাজের দরিদ্রদেরকে ঈদের আনন্দে শরিক করে নেওয়া।

যাকাতুল ফিতর: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

যাকাতুল ফিতর বলতে বোঝায়—

রোজাদার ব্যক্তি রমজান মাসের ইবাদত ও আত্মসংযমের পর ঈদের আগে গরিব-অসহায়দের মাঝে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বা অর্থ বিতরণ করে, তা-ই হলো যাকাতুল ফিতর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকাতুল ফিতরকে রোজাদারের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এটি ঈদুল ফিতরের একটি অনিবার্য অংশ, যার মাধ্যমে ধনী-গরিব সবাই ঈদের দিনে আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারে।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

“প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা’ পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাত বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।”

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ مِنْ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমরা সদকা ফিতর আদায় করতাম এক ‘সা’ খাদ্য দ্বারা অথবা এক ‘সা’ যব অথবা এক ‘সা’ খেজুর, কিংবা এক ‘সা’ পনির বা এক ‘সা’ কিসমিস দ্বারা। আর এক ‘সা’-এর ওজন ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ‘সা’ অনুযায়ী। -মুয়াত্তা মালেক পৃ.১২৪; আল ইসতিযকার, হাদীস ৫৮৯, ৯/৩৪৮

(রেফারেন্স আল কাউসার)

রমজান শেষে এই দানকে যাকাতুল ফিতর বলা হয় কারণ:

1. এটি রোজা সম্পন্ন হওয়ার কৃতজ্ঞতা হিসেবে আদায় করা হয়।
2. এটি ঈদের সকাল ও ফিতরের খাদ্য-এর সাথে সম্পর্কিত।
3. রোজাদারের রোজায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, এই দান তা শুদ্ধ করে।
4. দরিদ্রদের জন্য ঈদের দিনে সকালের খাবারের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

যাকাতুল ফিতরের উপকারিতা

১. রোজাদারের পবিত্রতা অর্জন:

রোজা রাখার সময় ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে; যাকাতুল ফিতর সে সব ত্রুটির কাফফারা হিসেবে কাজ করে।

২. গরিবদের ঈদের আনন্দ দেওয়া:

যাতে দরিদ্ররা ঈদের দিনে ক্ষুধার্ত না থাকে, বরং সমাজের আনন্দে শরিক হতে পারে।

৩. সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা:

ফিতরা ধনী-গরিবের দূরত্ব কমায় এবং মানবিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার:

ধনবানদের সম্পদ থেকে দরিদ্ররা তাদের অধিকার পায়, যা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলোর একটি।

ফিতরা শুধু একটি দান নয়; এটি রোজাদার মুসলিমের রোজার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, সমাজের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটায় এবং ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়। তাই প্রতিটি

সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য যাকাতুল ফিতর আদায় করা সুন্নাহ মুআক্কাদাহ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণ—উভয়ই অর্জন করতে সহায়তা করে।

সদাকা কবুলের শর্ত

ইসলামে দান-ছাদাকা এক মহৎ ইবাদত, যা মুমিনের ঈমান, তাকওয়া, দয়া ও মানবতার পরিচয় বহন করে। তবে কেবল অর্থ ব্যয় করলেই দান কবুল হয় না—বরং দান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিচে সেই শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

(১) রিয়া, দস্ত ও লোক-দেখানো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া

দান-ছাদাকার সবচেয়ে বড় শর্ত হলো—এটি যেন হয় শুদ্ধ নিয়তে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। দান যদি লোক দেখানো, জনপ্রিয়তা অর্জন বা দুনিয়াবী প্রশংসার জন্য হয়, তবে তা আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হয়ে যায়।

কুরআনের দলিল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا

Bangla - Bayaan Foundation

আর যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিনের প্রতি। আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী হিসেবে কতইনা নিকৃষ্ট সে!

Bangla - Tafsir Abu Bakr Zakaria

আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য [১] তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ [২]!

[১] এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ‘যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল।’ [মুসনাদে ত্বায়ালেসী ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৬৫]

[২] অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাদের ভালোবাসেন না অথবা যারা উপর্যুক্ত কাজগুলো করবে, শয়তান তাদের সাথী হবে। আর যারা আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা পায় না তারা শয়তানের সঙ্গী হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা শয়তানের সঙ্গী হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংগীই পেল।

এ আয়াত প্রমাণ করে—রিয়াসহ করা কোনো দান আল্লাহ গ্রহণ করেন না; বরং তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাদীসের দলিল

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ فَذَنُوتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ ۖ

সালামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন। তিনি ছাড়া আমি অন্য কাউকে ‘নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন’ এমন বলতে শুনিনি। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো ‘ইবাদাত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার

‘লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন’। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ‘ইবাদাত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার ‘লোক দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন’। [৩৪] [৭১৫২; মুসলিম ৫৩/৫, হাঃ ২৯৮৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৫৫)

ফুটনোট: [৩৪] কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ কারো লোককে শোনানোর ও লোককে দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন ।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৯৯

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

باب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلُ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

পরিচ্ছেদঃ ৪৩. লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৪৮১৭ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৯০৫

৪৮১৭-(১৫২/১৯০৫) ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব আল-হারিসী (রহঃ) সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকজন যখন আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) এর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (রহঃ) বললেন, হে শায়খ! আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদীস আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ! (শুনাবো)। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে

শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামাতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এর বিনিময়ে কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রদত্ত নি'আমাতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এত বড় নি'আমাত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সম্ভূষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কারী। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিভূ-বৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নি'আমাতসমূহের কথা তাকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এসব নি'আমাতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর, আমি সে খাতে তোমার সম্ভূষ্টির জন্যে ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৭০, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৭১)

→ এই হাদীস স্পষ্ট করে যে, দান কবুলের সর্বপ্রথম শর্ত হলো: নিয়তকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা।

(২) খোটা না দেওয়া এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া

দান করার পর কারো মনে আঘাত দেওয়া, উপকার দেখিয়ে অপমান করা বা খোটা দেওয়া দানের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। দান হলো দয়া, আর খোটা হলো নিষ্ঠুরতা—দুটো কখনো একসাথে হতে পারে না।

কুরআনের দলিলঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٥

Bangla - Bayaan Foundation

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।(সূরা বাকারাহঃ২৬৪)

Bangla - Tafsir Abu Bakr Zakaria

হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না [১] যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। ফলে তার উপমা হল এমন একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত সেটাকে পরিষ্কার করে দেয় [২]। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করে না [৩]।

[১] এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

[২] এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নির্যাত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নির্যাতের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্টে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনির্যাতের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নির্যাত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

[৩] এখানে বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবুল করতে পারে না।

আল্লাহ আরও দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন—

একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের ওপর মাটি জমেছিল; প্রবল বৃষ্টিতে সব মাটি ধুয়ে গেল, কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

➡ ঠিক তেমনি খোটা দেওয়া দাতার সমস্ত সওয়াব মুছে যায়।

হাদীসের দলিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না...

(১) যে দান করে খোটা দেয়,

- (২) যে মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রি করে,
(৩) যে অহংকারে কাপড় টেনে পরে।”

অর্থাৎ দান করে খোটা দেওয়া মানুষের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা এসেছে।

(৩) হালাল সম্পদ থেকে দান করা

দান করুলের অন্যতম শর্ত—এটি অবশ্যই হালাল উপার্জিত সম্পদ থেকে হতে হবে। হারাম উপার্জনের দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) " . قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَرَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে লোক সকল ! আল্লাহ তা’আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু রুচল করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মু’মিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ “হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত” – (সূরা আল-মুমিনুন ৫১)। তিনি আরো বলেনঃ “হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর” – (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায় করে বলে, হে আমার প্রভু!

হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে ক্ববুল হতে পারে।

হাসান : গাইয়াতুল মারাম (২৭), মুসলিম।

ফুটনোট: আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে ফুয়াইল ইবনু মারযুকের হাদীস হিসেবে জানি। আবু হাযিম হাচ্ছেন আবু হাযিম আল -আশজা'ঈ। তার নাম সালমান, 'আজ্জা আল -আশজা'ইয়্যার মুক্তদাস।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৯৮৯

হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এমনকি হারাম সম্পদ দিয়ে বড় বড় দান করলেও তা কোনো মূল্য রাখে না।

(৪) দান গোপনে করা—যদি সম্ভব হয়

গোপনে দান করা রিয়ানাশক, নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখে এবং আল্লাহর কাছে দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদঃ কান্না করার হাদীসসমূহ

(৩৬৫) আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে

বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله : امام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال : اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه
(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১)

এটি দান কবুলের বিশেষ সহায়ক শর্ত।

(৫) প্রাপকের অধিকার নিশ্চিত করা

দান অবশ্যই—

- ✓ প্রকৃত গরিব
- ✓ অভাবী
- ✓ মুসাফির
- ✓ দেনাগ্রস্ত
- ✓ দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

না হলে দান অপচয় হয়ে যায়।

(৬) সদা খুশিমনে ও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করা

খারাপ, নিম্নমানের বা নিজে না চাই এমন জিনিস দান করা কবুল হওয়ার উপযোগী নয়।

কুরআনুল কারিমে রয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

(৭) দানকে ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত করা

আল্লাহর পথে নিয়মিত ব্যয়কারী মানুষদের দান দ্রুত কবুল হয়।
কুরআনে বারবার এসেছে

দুনিয়াতে দান একটি উদারতা মনে হলেও, ইসলামে দান হলো কঠোর শর্তযুক্ত ইবাদত। শুধু অর্থ ব্যয় করলেই দানের সওয়াব মেলে না—বরং কবুলের জন্য প্রয়োজন—

- ✓ শুদ্ধ নিয়ত
- ✓ রিয়াহীন আমল
- ✓ খোটা ও কষ্টহীন আচরণ
- ✓ হালাল সম্পদ
- ✓ প্রকৃত প্রাপকের অধিকার
- ✓ গোপনীয়তা ও উত্তম আচরণ

যে ব্যক্তি এই শর্তগুলো পূরণ করে দান করে, তার দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং দান তার জন্য দুনিয়া-আখেরাতে বরকত ও রহমতের দরজা খুলে দেয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে দান ও সদকা গুরুত্ব এবং ফজিলত

ফরয দান তথা যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা ধনী মুসলমানদের ওপর যাকাতকে ফরয করেছেন মানবসমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন—কারও নিকট যদি যাকাতযোগ্য সম্পদের নেসাব পরিমাণ মাল এক পূর্ণ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তবে তার ওপর শতকরা আড়াই শতাংশ হারে যাকাত আদায় করা আবশ্যিক হয়ে যায়। নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি যাকাত আদায় না করে, তবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত এক অপরিহার্য ইবাদত পরিত্যাগ করল, যা মারাত্মক গুনাহ এবং কঠিন জবাবদিহির কারণ।

ফরয দানের ক্ষেত্রে এ বিধান বাধ্যতামূলক হওয়ায় একজন মুসলমানের স্বেচ্ছামত এর থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কেননা ফরয আমল ইচ্ছানির্ভর নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে তা পালন করা প্রত্যেক সক্ষম বান্দার দায়িত্ব। কিন্তু নফল দান বা সাধারণ সদকার ক্ষেত্রে শরীয়তে এমন কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। ধনী হতে পারে, গরীব হতে পারে—ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কেউ যখন খুশি সামান্য কিংবা প্রচুর পরিমাণ দান করতে পারে। নফল দান প্রকাশ্যে করলেও সওয়াব আছে, আবার গোপনে করলেও আছে—বরং গোপন দানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিক পাওয়া যায় বলে বহু বর্ণনায় পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হলো—কোথায়, কখন, কীভাবে দান করলে সর্বোচ্চ নেকী অর্জন করা যায়? কোন দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম দান হিসেবে গণ্য হয়?

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সুস্পষ্টভাবে দেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীসের আলোকে দেখা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতি, ব্যক্তি-অবস্থা, সময়-পরিবেশ অনুসারে নবীজী (সা.) কখনো কখনো নির্দিষ্ট দানকে সেরা দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো গুরুত্ব দিয়েছেন দাতার অন্তরের বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিকতা কে।

একেক সময়ে তিনি একেকটিকে উত্তম দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন—
কখনো ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান,

কখনো আত্মীয়দের ওপর ব্যয় করা,
কখনো যুদ্ধের সময় আল্লাহর পথে খরচ করা,
আবার কখনো স্বাস্থ্যের সুস্থ অবস্থায়—লোভ ও সম্পদ-প্রীতি যখন প্রবল—তখন দান করাকে
সেরা দান বলেছেন।

পরিবারের ভরনপোষণ ও সদকা

নিজ পরিবারের বা অধীনস্থদের ভরণপোষণও সদকার অন্তর্ভুক্ত।

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَالٌ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْتُّلْتُ قَالَ التُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةُ تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ يَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ.

সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার শশ্রুয়ার জন্য আসেন। আমি বললাম, আমার তো মাল আছে। সেগুলো আমি ওয়াসিয়াত করে যাই? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই তো বেশী। মানুষের কাছে হাত পেতে পেতে ফিরবে ওয়ারিশদের এরকম ফকীর অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে বিত্তবান অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। আর যা-ই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য সদকা হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে, সেটাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করবেন। তোমার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হবে, আবার অন্যেরা (কাফির সম্প্রদায়) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আ.প্র. ৪৯৫৪, ই.ফা. ৪৮৫০)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৩৫৪

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ
غَنَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উত্তম দান তা-ই, যা দিয়ে মানুষ
অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে শুরু কর। (আধুনিক
প্রকাশনী- ৪৯৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৫২)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৩৫৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

সর্বোত্তম সদকা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا
ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ
" خُذْ ثَوْبَكَ." َ

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) লোকদেরকে বস্ত্র দানের আদেশ করেন। তখন লোকেরা বস্ত্র দান করলো। তিনি ঐ
ব্যক্তিকে তা থেকে দু’টি কাপড় দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি আবারো দান করতে
উৎসাহিত করলে ঐ ব্যক্তি তার দু’টি কাপড়ের একটি কাপড় দান করায় তিনি তাকে ধমক
দিলে বললেনঃ তোমার কাপড় নিয়ে যাও।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৭৫

হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنًى أَوْ تُصَدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرٍ غَنًى وَابِدًا بِمَنْ تَعُولُ. " ُ

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান। দান আরম্ভ করবে তোমার পোষ্যদের থেকে।

সহীহঃ বুখারী।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৭৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيزيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ، قَالََا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابِدًا بِمَنْ تَعُولُ. " ُ

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কোন ধরনের দান অতি উত্তম? তিনি বললেনঃ সামান্য সম্পদের মালিক নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যা দান করে এবং নিজের পোষ্যদের থেকে আরম্ভ করে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৭৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

হযরত আবু বকর (র.) ও হযরত ওমর (র.) এর প্রতিযোগিতা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَّصِدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْنَاهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ " . قُلْتُ مِثْلَهُ . قَالَ وَآتَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ " . قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قُلْتُ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا .

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সদাকাহ করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবু বাকর (রাঃ) এর অগ্রগামী হবো, যদিও আমি কোনো দিন দানে তার অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? আমি বললাম, এর সম-পরিমাণ। ‘উমার (রাঃ) বলেন, আর আবু বাকর (রাঃ) তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ আর তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। তখন আমি (‘উমার) বললাম, আমি কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৭৮

হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

পানি পান করানোর ফজিলত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ قَالَ " الْمَاءُ " . ُ

সাজ্জিদ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ

একদা সা'দ ইবনু 'উবাধ (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে বললেন, আপনার কাছে কোন সদাকাহ অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেনঃ পানি (পান করানো)।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৭৯

হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " الْمَاءُ " . قَالَ فَحَفَرَ بَيْتًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ . ِ

সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন (তার পক্ষ হতে) কোন সদাকাহ সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেনঃ পানি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা'দ) একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মু সা'দের (কল্যাণের) জন্য ওয়াক্ফ। [১৬৮১]

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৮১

হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْكَابَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ - عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا

مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرٍ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ". ۞

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে মুসলিম কোন বস্ত্রহীন মুসলিমকে কাপড় পরাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলিম কোন অভূক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল- ফলাদি খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম কোন পিপাসু মুসলিমকে পানি পান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৮২

হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

গোপন সদকা

গোপন দান বা সদকায় আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি কারণ এখানে রিয়ার ভয় থাকে না। আর আল্লাহ তাআলা এ ইখলাসেরই মূল্যায়ন করেন।

মোটকথা, ইসলামে সেরা দান নির্ধারিত হয় দাতার ঈমান, আন্তরিকতা, প্রেমিকিত, সময় এবং উপকারভোগীর প্রকৃত প্রয়োজনের আলোকে।

কুরআনে বর্ণিত আছে

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

(সূরা বাকারাহঃ২৭১)

হাদিসে বর্ণিত রয়েছে ৃঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ". ُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহ তা’আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দুব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪২৩

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

অতএব স্পষ্ট হয় যে, দানের প্রকৃত মর্যাদা কেবল পরিমাণে নয়; বরং আন্তরিকতা, সময়োপযোগিতা এবং প্রাপকের প্রকৃত উপকারের মধ্যেই নিহিত। নফল দান তাই একটি ব্যাপক ক্ষেত্র—যেখানে প্রত্যেক মুসলমান নিজের সাধ্য অনুযায়ী, নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী, প্রয়োজনের সময় অনুযায়ী দান করে আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন কোন দান কখন আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম।

আল্লাহ নিজ হাতে দান গ্রহণ করেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسَهْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত [৩৪] দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। (আ.প্র. ১৩১৮)

সুলায়মান (রহঃ) ইবনু দীনার (রহঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় ‘আব্দুর রহমান (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন এবং ওয়ারকা (রহঃ) ইবনু দীনার থেকে তিনি সাঈদ বিন ইয়ামার থেকে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন এবং মুসলিম ইবনু আবু মারযাম, যায়দ ইবনু আসলাম ও সুহায়ল (রহঃ) আবু সালিহ (রহঃ)-এর মাধ্যম আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ফুটনোট: [৩৪] কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাত আছে, পা আছে। কিন্তু এই হাত পা কেমন সে সম্পর্কে আমরা কোন ধারণাও করতে পারি না, চিন্তাও করতে পারি না। সৃষ্টিজগতে তাঁর কোন তুলনা নেই। কেননা আল্লাহ তা’আলা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শুনে ও দেখেন। (সূরা শুরাঃ ১১)

কুদরাতি হাত বা কুদরাতি চক্ষু ইত্যাদি অর্থ করা আল্লাহর গুণাবলীর বিকৃতি সাধন করার শামিল।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪১০

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এটি দানের মহিমা ও আল্লাহর নিকটত্বের স্পষ্ট প্রমাণ।

সদাকা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ". ۝

‘আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪১৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

দানকারীকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি সলাত সম্পাদনকারী হবে তাঁকে সলাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সদাকাহকারী হবে, তাকে সদাকাহর দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সওম পালনকারী হবে তাকে সওমের দরজা বাবুররাইয়ান হতে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমন তো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, হবে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবু বাকর। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৯৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪০১)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৬৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

পরকালে সদকার উপকারিতা

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي. وَإِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَقْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْتَنَى. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رواه مسلم. (7422)، (4 / 2959)

(صَحِيح)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

৫১৬৬-[১২] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: বান্দা (গর্ব : করে) বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ; প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে অথবা

দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদিন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে মানুষের (ওয়ারিসদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে। (মুসলিম)।

সদকা গুনাহ মার্ফের কারণ

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

পরিচ্ছেদঃ দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ

(৯৫০) কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোযা হল ঢাল স্বরূপ। আর সদকাহ গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে (নিশ্চিহ্ন) করে দেয়।

সদকা কবরের আযাব কমিয়ে দেয়

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ

পরিচ্ছেদঃ দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ

(৯৪৯) উক্ত উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।

সদকা রোগবালাই দূর করে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ -

‘তোমরা তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর ছাদাকার মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বাল্য-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর দো‘আর মাধ্যমে’।

সদকা সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়

ছাদাকা বা দান এমন এক ইবাদত যা বাহ্যত দৃষ্টিতে সম্পদের ঘাটতি মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে এতে সম্পদের কোন ক্ষতি হয় না। বরং আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার রিজিক ও বরকত বৃদ্ধি করে দেন। মানুষের প্রাকৃতিবোধ বলে—‘দেওয়া মানে কমে যাওয়া’। কিন্তু আল্লাহর বিধান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর পথে খরচ করা কখনো সম্পদ কমায় না; বরং অদৃশ্য উপায়ে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করে দেন—যা বান্দা অনুমানও করতে পারে না।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন—

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“ছাদাকা করার মাধ্যমে সম্পদ কমে না।” — (সহীহ মুসলিম)

রমাদান মাসে সদাকা

রমাদান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বরকতময়, রহমতময় ও মাগফিরতময় মাস। এই মাসে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার নিকটত্ব লাভের অসংখ্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। রামাযানের প্রতিটি ইবাদত অন্য সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি সওয়াবের কারণ হয়। আর এই ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সদাকা বা দান। যাকাতের ন্যায় সদাকা ও দানের ক্ষেত্রেও রামাযান বিশেষ ফযীলতের অধিকারী।

রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল কিন্তু রমাদানের আগমনে তাঁর দানশীলতা আরও বৃদ্ধি পেত।

যাকাত ও সদকা আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রমাদান মাস। কেননা এ মাসে রয়েছে বহুবিধ ফযীলত। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) রমাদান মাসে বেশী বেশী সদাকা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ - ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রমাদান মাসে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত, যখন জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রীল রামাযানের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিব্রীল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী হ’ত’। অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

لو كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ، বলেন, 'যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সমুতপ্ত হব, যখন তিন দিন অতিবাহিত না হ'তেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়; তার সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রাখি'।

দান ও সদকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- সম্পদ পুনর্বণ্টন

দান সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য কমায়। ধনী শ্রেণির অতিরিক্ত সম্পদ গরিবের হাতে পৌঁছে—

ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে

উৎপাদন বাড়ে

এভাবে অর্থনীতি একটি চক্রাকার প্রবাহে প্রবেশ করে।

- দারিদ্র্য বিমোচন

যাকাত ও সদকার অর্থে—

দরিদ্ররা খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা পায়

কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হয়

ঋণমুক্তি হয়, যা অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেয়

এটি দারিদ্র্যবিমোচনের একটি টেকসই সমাধান।

- অর্থনীতিতে কার্যকর প্রবাহ বৃদ্ধি

সম্পদ যখন স্থবির থাকে, অর্থনীতি মন্ত্বর হয়।

দান স্থবির সম্পদকে সক্রিয় করে—

ভোগ ব্যয় বাড়ায়

বাজারে লেনদেন বৃদ্ধি করে

অর্থনীতিকে সচল রাখে

- মানবসম্পদ উন্নয়ন

সদকার অর্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এটি দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

- সামাজিক স্থিতিশীলতা

যেখানে দান-সদকা আছে সেখানে— অপরাধ কমে সামাজিক অসন্তোষ হ্রাস পায় স্থিতিশীলতা বজায় থাকে সামাজিক নিরাপত্তা মানেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

- উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা

ইসলামের যাকাত ও দানব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজি সরবরাহ করতে পারে।

মাইক্রোফাইন্যান্স, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, বাজার সুযোগ এগুলো দানের অর্থ থেকে বাস্তবায়নযোগ্য।

- উৎপাদনশীল অর্থনীতি সৃষ্টি

দান-সদকার অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতায় বিনিয়োগ হলে মানবসম্পদ গড়ে ওঠে। মানবসম্পদই এক দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

- আয়ের বৈষম্য হ্রাস

বৈষম্য কমলে—

সামাজিক অস্থিরতা কমে। বাজারে ভোক্তাশ্রেণি বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায়

- জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি

দান-সদকার তহবিল দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, অর্থনৈতিক মন্দায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে দান ও সদকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, দান কেবল একটি নৈতিক গুণ বা সামাজিক দায়িত্বই নয়; বরং এটি ঈমানের অন্যতম প্রধান বহিঃপ্রকাশ, যার মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, নিজের সম্পদকে পাক-পবিত্র করে এবং সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে।

কুরআন বারবার মানুষকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করেছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বহুগুণ প্রতিদানের। আল্লাহর নিকট দান কখনও কমে না; বরং তা দুনিয়াবি বরকত বৃদ্ধি করে, অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং আখিরাতে অসীম নাজাতের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনব্যাপী দান ও সদকার সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজাতির সামনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর বাণীসমূহে সর্বদা দানকে গোনাহ মোচনের মাধ্যম, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় এবং জাহান্নামের সোপানরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গবেষণার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দান ও সদকা সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায়, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনে স্বস্তি আনে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে এবং মানবিকতার বন্ধন সুদৃঢ় করে। আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, স্বেচ্ছাসেবামূলক দান সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি করে, আস্থা ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলে এবং সমগ্র সমাজকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দেয়।

অতএব, বলা যায় যে—দান ও সদকা শুধু ইবাদতের অংশ নয়; বরং এটি মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমষ্টিগত কল্যাণের এক সমন্বিত ধারণা। দানশীল সমাজই প্রকৃত অর্থে একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহানুভূতিশীল ও মানবিক সমাজ। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র—সকল পর্যায়ে দান ও সদকার চেতনা জাগ্রত করা সময়ের দাবি। এই থিসিসের সারমর্ম হলো: দান মানুষকে মহৎ করে, সমাজকে শক্তিশালী করে এবং আখিরাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।